রোনাল্ডোর বংশধর

ফুটবলে ব্যস্ত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তখন তাঁর সন্তানদের নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন বান্ধবী জর্জিনা রডরিগেজ।

বন্ধ বাগানের মেয়ের গোলে হাসল ভারত

নীহাররঞ্জন ঘোষ ● মাদারিহাট

১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বাবা সারাদিন দুধ বিক্রি করে ৫০–৬০ টাকা রোজগার করেন। একমাত্র দাদার কেরলে দিনহাজিরায় উপার্জন করা অর্থ শেষ হয় নিজের সংসারের ভরণ–পোষণেই। এমন পরিবারের মেয়ের গোলেই গোল্ড কাপ ফুটবলে জয়ের হাসি ভারতের মুখে। বন্ধ মুজনাই চা বাগানের গদি লাইনে নেপালি পাড়ার মেয়ের ৪৮ মিনিটে করা গোলেই ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ৬৬ নম্বরে থাকা ইরানকে শনিবার হারিয়ে দেয় ভারত। ২০১৭ সালে অঞ্জু প্রথম সিনিয়র ভারতীয় দলে সুযোগ পায়। গতকালই আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথম গোল পেলেন তিনি। গোল না পেলেও কোচ স্যার তাঁকে নিয়মিত আপফ্রন্টে খেলার সুযোগ দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ভরসার মর্যাদা রাখতে পেরে স্বস্তি পেয়েছেন বলে অঞ্জু জানালেন।

ভুবনেশ্বর থেকে পাড়ার মেয়ের কৃতিত্বের খবর এলাকায় পৌঁছাতেই যুদ্ধজয়ের উল্লাস মুজনাই চা বাগানে। অঞ্জুর বাবা রাম সিং তামাং বলেছেন, 'মেয়ের জন্য গর্ব হচ্ছে। অনটনের সংসারে কিছুটা সুরাহা হবে ভেবে ছোটোবেলাতেই অঞ্জুকে কালিম্পংয়ে বড়ো মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেখানে ফুটবলে আগ্রহ দেখে জামাই জ্ঞানে গুরুং ওকে মাঠে নিয়ে যায়। ছোটো থেকে পড়াশোনা আর ফুটবলই ছিল ওর ধ্যানজ্ঞান। উচ্চমাধ্যমিক পাস করেই বাড়ি ফেরে অঞ্জু। ভরতি হয় বীরপাড়া কলেজে। গত বছর সেখানে থেকেই স্নাতক হয়।' মেয়ের ফুটবল প্রেম নিয়ে তাঁর আরও সংযোজন, 'যখনই সময় পেত বল পায়ে মাঠে নেমে পড়ত অঞ্জু। এখানে পরিকাঠামো না থাকায় অনুশীলনের জন্য সিকিমে যেত। ওকে সেখানে পাঠাতে বিস্তর ধার করতে হয়েছে। সেজন্য আজ আর আপশোশ নেই। কিন্তু এবার ওর একটা চাকরি খুব প্রয়োজন। নাহলে আর সংসার টানতে পারছি না। অঞ্জুর খুব ইচ্ছে রেলে চাকরি করবে। একটা চাকরি পেলে ওর খেলায় মনোনিবেশ করতে সুবিধা হবে।' অঞ্জু যে কোনো দিন ভারতীয় দলে খেলতে পারে সেটাই তাঁর মা কাঞ্ছিমায়া গুরুং ভাবতে পারেননি। তাঁর মন্তব্য, 'ছোটো থেকেই ওকে ফুটবল নিয়ে মেতে থাকতে দেখতাম। সেজন্য ওকে কোনো বাধা দিইনি আমরা। তবে এত দূর পৌঁছাবে সেটা ভাবতে পারিনি। আমাদের অভাব–অনটনের সংসার। দু–বিঘা জমি থাকলেও সেখান থেকে কোনো ফসল পাওয়া যায় না। হাতিই সব সাবাড় করে দেয়। বাড়িতে গোরু রয়েছে। দু থেকে আড়াই লিটার দুধ হয়। সেই দুধ বিক্রির টাকতেই আমাদের সংসার চলে। ছেলেও নিজের সংসার সামলে আমাদের টাকা পাঠাতে পারে না।' চাকরি নিয়ে অঞ্জুর চিন্তার কথা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বউদি মৌমিতাদেবীর কথায়। বলেছেন, 'শনিবার রাতে ভুবনেশ্বর থেকে ফোন করেছিল অঞ্জু। ওর মুখ থেকেই গোলের কথা শুনলাম। এরপরই জানতে চায় রেলের চাকরির কল লেটার এসেছে কিনা। মাঝে রেলের চতুর্থ শ্রেণির একটা পদের জন্য আবেদন করেছিল। সেটার কল লেটার আজও আসেনি। তাই আনন্দের দিনে ওকে কী বলব বুঝতে পারছি না।'

চাকরি নিয়ে কোনো আশ্বাস দিতে না পারলেও অঞ্জুকে সংবর্ধনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক শুভাঞ্জন দাস। তিনে বলেছেন, 'শুধু জেলার নয়, অঞ্জু ভারতের গর্ব। ফিরে আসলে ওকে সংবর্ধনা দেব।'

পড়শিদের মুখেও অঞ্জুর প্রশংসা। আমির প্রধান বলেছেন, 'খুব পরিশ্রমী মেয়ে। বাড়িতে আসলেও বল নিয়ে পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নেমে পড়ে অঞ্জু। ছোটোদের খেলা শেখাতেও ওর আগ্রহে ঘাটতি দেখিনি।' দুর্গা ওরাওঁ বলেছেন, 'ওর ধ্যানজ্ঞান শুধু ফুটবল। ভারতীয় দলে খেললেও ওর মধ্যে কোনো অহঙ্কার দেখিনি।'

অনটনের সংসারে কিছুটা সুরাহা হবে ভেবে ছোটোবেলাতেই অঞ্জুকে কালিম্পংয়ে বড়ো মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।
–রাম সিং তামাং (অঞ্জুর বাবা)

ইরানের বিরুদ্ধে গোলের পর অঞ্জু তামাং।

মুজনাই চা বাগানে নিজেদের বাড়িতে অঞ্জুর বাবা–মা। ছবি ঃ প্রতিবেদক

গোল্ড কাপে আজ নেপালের মুখোমুখি ভারত

ভুবনেশ্বর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ শক্তিশালী ইরানের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ার পর সোমবার নেপালের বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় রাখাই লক্ষ্য ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের। গোল্ড কাপের প্রথম ম্যাচে র‍্যাংকিংয়ে এগিয়ে থাকা ইরানকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাসী অঞ্জু তামাংরা। ভারতীয় দলের কোচ ম্যায়মল রোকি বলেছেন, 'আমরা প্রতিটি ম্যাচেই জিততে চাই, সেটা ইরান হোক বা অন্য কোনো দল। আমরা জানি প্রতিটি ম্যাচই আমাদের কাছে কঠিন। তবে জয় দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করাটা ইতিবাচক দিক।' প্রথম ম্যাচের জয় দলগত সংহতিরই ফল বলে মনে করছেন ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের কোচ। তাঁর কথায়, 'অঞ্জু গোল করতে পারে অথবা দ্বিতীয়ার্ধে সঞ্জু ভালো খেলতে পারে কিন্তু গোলরক্ষক অদিতি চৌহান চারটি দুরন্ত সেভ করেছে। আমরা দলগত খেলায় বিশ্বাস করি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সবরকম রসদ আমাদের রয়েছে।' দলের ডিফেন্ডার সুইটি দেবী বলেছেন, 'নেপালকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। প্রথম ম্যাচের থেকেও আরও ভালো খেলতে হবে আমাদের।' অন্য ম্যাচে ইরানের মুখোমুখি হচ্ছে মায়ানমার।

জয়ী ফ্রেন্ডস, কাজলামণি

কিশনগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জেলা ক্রিকেট সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেটে রবিবার কাজলামণি ক্রিকেট ক্লাব ৪৫ রানে আলফাতে ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়েছে। রুইধাসা মাঠে টসে জিতে কাজলামণি ১২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৮ রান তোলে। তাদের শাহনুর ৪৬ রান করেন। নিয়াজ ২৬ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে আলফাতে ১২ ওভারে ১ উইকেটে ৯৩ রানে আটকে যায়। সমীর ৩৩ ও সাকিল ৩১ রান করেন। অন্য ম্যাচে ফ্রেন্ডস ইলেভেন ৯ উইকেটে যুব স্টাইল ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে জিতে যুব স্টাইল ১২ ওভারে ৭ উইকেটে ৯৭ রান তোলে। তৌহিদ ২৫ ও আশরফ ২৩ রান করেন। দানিশ ২১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ফ্রেন্ডস ৮.৩ ওভারে ১ উইকেটে ৯৮ রান তুলে নেয়। তাদের কাসিম ৪৮ ও গৌতম ৩৬ রান করেন।

জিতল ঠাকুরগঞ্জ

কিশনগঞ্জ, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে জেলা ক্রিকেট সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে রবিবার ঠাকুরগঞ্জ ক্লাব ১৩০ রানে রুইধাসা লায়ন্স ক্রিকেট ক্লাবকে হারিয়েছে। টসে জিতে ঠাকুরগঞ্জ ২৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৪ রান তোলে। তাদের দীলিপ সাহানি ৫৪ ও অনিবেদ ৫০ রান করেন। শাহয়াজ আলম ৫৫ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন সাকির আলমও (২৬/২)। জবাবে লায়ন্স ১৫.৫ ওভারে ৭৪ রানে অলআউট হয়। গানজানফর ২০ রান করেন। নন্দন মণ্ডল ১৬ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট। ভালো বোলিং করেন বিট্টু শাহও (৫/২)।

শিলিগুড়ি দল রওনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্ধমানে অনুষ্ঠেয় আন্তঃজেলা সিনিয়র ক্রিকেটের জন্য শিলিগুড়ি দল রবিবার রওনা হয়েছে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ঘোষিত দলে রয়েছেন অনীক নন্দী, আর্যমান সিং, বিকি ঘোষ, শুভঙ্কর সাহা, দীপ সরকার, অক্ষয় শর্মা, রৌনক আগরওয়াল, রূপম দাস, দেবজ্যোতি ঘোষ, সোনুকুমার সিং, চন্দন রায়, মনোজ মল্লিক ও শংকর মালি। ম্যানেজার সুব্রত গুহচৌধুরি।

রাজ্য দলে শম্পা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৫–১৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠেয় জুনিয়ার ন্যাশনাল কাবাডির জন্য রাজ্য দলে সুযোগ পেলেন শিলিগুড়ির শম্পা বর্মন। শিলিগুড়ি কলেজের শম্পা অতীতে জেলা দলের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দলের হয়েও প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

সেমিতে মলয়–প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ জিটিএস ক্লাবের অনিলকুমার ঘোষ ও শান্তিরানি ঘোষ ট্রফি ওপেন অকশন ব্রিজে সেমিফাইনালে উঠলেন মলয় বসু–প্রদীপ বসু, বিজয় ধর–পরেশ বর্মন, সন্তোষ দাস–সুভাষ পাল ও অনিল ঘটক–প্রদীপকুমার রায়। সোমবার সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

হারল কোচবিহার

আলিপুরদুয়ার, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ আইজি নর্থবেঙ্গলের উদ্যোগে আন্তঃজেলা পুলিশ ভলিবলে জিতল আলিপুরদুয়ার। রবিবার তারা ২৫–২০, ২৫–২৩ পয়েন্টে কোচবিহারকে হারিয়েছে।

হোয়াইটওয়াশ হরমনরা

৮৬ রানের ইনিংসেও মান বাঁচাতে পারলেন না স্মৃতি মান্ধানা।

হ্যামিল্টন, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ টি২০ সিরিজ থেকে একরাশ লজ্জা নিয়েই দেশে ফিরছেন হরমনপ্রীত কাউররা। রবিবার হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের কাছে ২ রানে হারল ভারতীয় মহিলা দল। সব মিলিয়ে ভারতকে ৩–০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করে টি২০ সিরিজ পকেটে পুরল হোয়াইট ফার্নস ব্রিগেড।

টসে জিতে এদিন প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬১ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। কিউয়ি দলের হয়ে ৫২ বলে ৭২ রান করেন ওপেনার সোফি ডিভাইন। তাঁকে যোগ্য সহায়তা করেন অধিনায়ক অ্যামি স্যাটারওয়েট (৩১)। ভারতীয়দের মধ্যে বল হাতে সফল অফস্পিনার দীপ্তি শর্মা (২/২৮)।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুটা ভালো করলেও কাজে লাগল না ভারতীয় ওপেনার স্মৃতি মান্ধানার অনবদ্য ৬২ বলে ৮৬ রানের ইনিংস। ফর্মে থাকা স্মৃতি, জেমিমা রডরিগেজ (২১) ফিরতেই কিউয়ি বোলারদের কাছে আটকে গেল ভারতীয় মিডল অর্ডার। এদিনও ব্যর্থ অধিনায়ক হরমনপ্রীত (২)। চলতি সিরিজে প্রথমবার দলে সুযোগ পাওয়া মিতালি রাজ (অপরাজিত ২৪) ব্যাট হাতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন বটে, তবে কাঙ্ক্ষিত জয় এল না। শেষপর্যন্ত ২০ ওভারে ৪ উইকেট খুইয়ে ১৫৯ রানে থামল মিতালিদের লড়াই। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বল হাতেও দুই উইকেট নিজের নামের পাশে যোগ করলেন নিউজিল্যান্ডের ডিভাইন (২/২১)। ম্যাচের সেরা হওয়ার পাশাপাশি সিরিজ সেরাও মনোনীত হয়েছেন তিনি। টি২০ সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পিছনে নিজেদের ব্যাটিং ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউর। তিনি বলেন, 'শেষ দশ ওভারে মোটেও আমরা ভালো ব্যাট করতে পারিনি। শুধু শেষ ম্যাচে নয় গোটা সিরিজেই এই সমস্যা আমাদের ভুগিয়েছে।'

এদিকে, টি২০ সিরিজে ধারাবাহিক ব্যর্থতার মধ্যে হরমনপ্রীতদের প্রাপ্তি ওপেনার স্মৃতির দুরন্ত ফর্ম। তিন ইনিংস মিলিয়ে তাঁর ব্যাট থেকে এল ১৮০ রান। ২০১৮ থেকে টি২০ ফর্মাটে রান সংগ্রহকারীর তালিকায় সবার উপরে এই ভারতীয় ওপেনার। ২৮ ম্যাচ খেলে তাঁর নামের পাশে ৮০২ রান। স্ট্রাইক রেট ১৩৩.৮৮। দুইয়ে কিউয়ি তারকা সুজি বেটস (২০ ম্যাচে ৭৬৩ রান)। শেষ একবছরে এই ফর্মাটে অর্ধশতরান করার নিরিখেও বেটস, মিতালির সঙ্গে একাসনে রয়েছেন মান্ধানা (৭টি অর্ধশতরান)। ২৮টি টি২০ ম্যাচে তিনি মেরেছেন ৯৯টি বাউন্ডারি। নিজের এই ব্যক্তিগত কৃতিত্ব লাভের দিনেও মান্ধানাকে বিমর্ষ দেখাল নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ৩–০–তে টি২০ সিরিজ হারের জন্য। হতাশ স্মৃতি বলেন, 'চলতি সিরিজে ভালো ছন্দে ছিলাম। তবে শেষপর্যন্ত মাঠে থেকে দলকে ম্যাচ জেতানো উচিত ছিল। দুর্ভাগ্য, সে দায়িত্ব পালন করতে পারিনি।' অন্যদিকে, সিরিজ জয়ের পিছনে দলের ক্রিকেটারদের হার না মানা মনোভাবকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক স্যাটারওয়েট।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর মালদার হোয়াইট ইলেভেন। ছবি ঃ তপন বিশ্বাস

সেরা হোয়াইট ইলেভেন

ইসলামপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার অমূল্যচন্দ্র নন্দী, জিতেন নন্দী, প্রভাতচন্দ্র ভৌমিক ট্রফি নকআউট ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল মালদার হোয়াইট ইলেভেন। সোমবার ফাইনালে তারা ২৪ রানে নেতাজি সংঘকে হারিয়েছে। বৃষ্টিতে মাঠ ভিজে থাকায় ২৫ ওভারের ম্যাচ হয়েছে। হাইস্কুল মাঠে টসে হেরে হোয়াইট ২৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৮ রান তোলে। তাদের সন্দীপ দাস ৫১ ও অনন্ত প্রামানিক ২৬ রান করেন। চন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান ২৩। অমলেশ শর্মা ৩৪ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন মনু কুমারও (১৭/২)। জবাবে নেতাজি ২৩.১ ওভারে ১৩৪ রানে অলআউট হয়। তাদের ঋষভ কুমার ৩৫ ও মহম্মদ ইকবাল ২২ রান করেন। বান্টি বিশ্বাস ১৩ ও ভোলা দাস ২৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা যথাক্রমে সন্দীপ ও বান্টি।

চ্যাম্পিয়ন আরাত্রিকা

বানারহাট, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ জুনিয়র স্পোর্টিং ক্লাবের ৪ দিবসীয় নৈশ ব্যাডমিন্টন শিরিষ নন্দী ও লক্ষ্মীচাঁদ আগরওয়াল ট্রফি মহিলা সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন আলিপুরদুয়ারের আরাত্রিকা দে। রবিবার রাতে ফাইনালে তিনি ২১–৮, ২১–১১ পয়েন্টে জিতেছেন দার্জিলিংয়ের প্রিয়াশা ছেত্রীর বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে আরাত্রিকা ২১–৪, ২১–৮–তে হারিয়েছেন দার্জিলিংয়ের স্নেহা রাইকে। দার্জিলিংয়ের অনুষ্কা তামাংয়ের বিরুদ্ধে ২১–১৬, ১২–২১ ও ২১–১৬ পয়েন্টে প্রিয়াশা হারিয়েছেন। শেষ চারে ওঠার পথে আরাত্রিকা হারিয়েছেন দার্জিলিংয়ের রিয়া গুরুংকে। দার্জিলিংয়ের দীপশিখা রাইয়ের বিরুদ্ধে প্রিয়াশা জয় তুলে নেন। দিয়াশা ছেত্রীর বিরুদ্ধে জিতেছেন অনুষ্কা। পুরস্কার তুলে দেন ক্লাবের সচিব নাড়ুগোপাল ভদ্রের বিরুদ্ধে।

উত্তরবঙ্গ দল রওনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ ১২–১৭ ফেব্রুয়ারি ইনদোরে অনুষ্ঠেয় ন্যাশনাল মাস্টার্স টেবল টেনিসের জন্য উত্তরবঙ্গ দল রবিবার রওনা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মাস্টার্স টেবল টেনিস সংস্থা ঘোষিত দলে রয়েছেন বিজন চক্রবর্তী, প্রশান্ত সেন, ভাস্কর চন্দ ও অসীম দাস (৬০ উর্ধ্ব), অসিতাভ দত্ত, ভাস্কর কর, পার্থসারথি মুখার্জি, অশ্বীনী আগরওয়াল, শিশির গাঙ্গুলি (৫০ উর্ধ্ব), জয়দীপ সেনগুপ্ত, গৌতম ছেত্রী (৪০ উর্ধ্ব), সনহিতা দেবনাগ, ইন্দ্রানী চ্যাটার্জি ও স্বাতী ভট্টাচার্য (৪০ উর্ধ্ব মহিলা)।

প্রথম তপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ গুন্টুরে আয়োজিত ন্যাশনাল মাস্টার্স অ্যাথলেটিকসে শিলিগুড়ির তপন সেনগুপ্ত ৬৫ উর্ধ্ব বিভাগে ১০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি ও শ্যামল পাল ৬০ উর্ধ্ব বিভাগে রিলে রেসে প্রথম হয়েছেন। ৩৫ উর্ধ্ব বিভাগে ১০০ মিটারে তৃতীয় ও ২০০ মিটারে দ্বিতীয় হয়েছেন গণেশ রায়। তিনি ও অরূপ নন্দী ৩৫ উর্ধ্ব বিভাগে ৪X৪০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। ৫৫ উর্ধ্ব বিভাগে ৪X১০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন সুশীলা এক্কা। দীপ্তি পাল ৫০ উর্ধ্ব বিভাগে ৫ হাজার মিটার হাঁটায় তৃতীয় হয়েছেন।

পুলিশের ভলিবল

করণদিঘি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ করণদিঘি থানার ১৬ দলীয় পুলিশ ফ্রেন্ডলি ভলিবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে বিলাসপুরের কাজী নজরুল ইসলাম সংঘ ২৫–১৮ পয়েন্টে সাতভেটি তরুণ সংঘকে হারিয়েছে।

আজ বাংলার অনুশীলনে লক্ষ্মণ

ঋদ্ধিকে ওপেন করানো নিয়ে দ্বিধায় মনোজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজয় হাজারে ট্রফিতে ব্যর্থ। রনজিতেও একই দশা। বঙ্গ ক্রিকেটে কিছুই ঠিকমতো চলছে না। বদলের লক্ষ্যে মনোজ তিওয়ারিদের কোচ বদলেছে।

সাইরাজ বাহুতুলের বদলে অরুণ লাল এখন দলের জোড়া দায়িত্বে। তিনি দায়িত্ব পাওয়ার পর গতকাল থেকেই কাজ শুরু করেছেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি বা সর্বভারতীয় টি২০ প্রতিযোগিতায় সাফল্যের লক্ষ্যে আগামীকাল থেকেই বাংলার অনুশীলনে হাজির হয়ে যাচ্ছেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। তিনদিন দলকে অনুশীলন করানোর পাশে উৎসাহও দেবেন তিনি।

তার আগে আজ সকালে বাংলার অনুশীলনে মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে প্রচুর সময় দিতে দেখা গেল মনোজ তিওয়ারিদের। এক, ফিল্ডিংয়ে ভুল শুধরে নেওয়ার লক্ষ্যে দীর্ঘ সময় ক্যাচিং প্র্যাকটিস। দুই, নেটে বোলারদের ইয়র্কার দেওয়ার প্রচেষ্টা। তিন, ম্যাচ সিচুয়েশন অনুশীলনের প্রয়াস। এবারের রনজি মরশুমে বেশ কয়েকটি ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ ফেলে দলকে ডুবিয়েছিলেন বাংলার ফিল্ডাররা। মুস্তাক আলিতে সেই সমস্যার পুনরাবৃত্তি চাইছেন না অরুণ লাল। তাছাড়া টি২০ ফর্ম্যাটে সফল হওয়ার জন্য বোলারদের ইয়র্কার খুব প্রয়োজনীয়। তাই সেই অনুশীলনও দেখা গেল আজ। আর ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের অবস্থাটা দেখে নিলেন মনোজরা। ৬ ওভারে ৬০ রানের চ্যালেঞ্জ নিয়ে মহড়া হল দীর্ঘ সময়।

এসবের মধ্যেই আবার ঋদ্ধিমান সাহাকে নিয়ে অপেক্ষাও শুরু হয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। এখনও বেঙ্গালুরুতে থাকা ঋদ্ধি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে ফিটনেসের শংসাপত্র পাননি। জানা গিয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁর ফিটনেসের শংসাপত্র পেয়ে যাওয়ার কথা। সম্ভবত ১৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা ফিরে পরদিন থেকে পাপালির বাংলা অনুশীলনে হাজির থাকার সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে তিনি মুস্তাক আলিতেও খেলবেন। ঋদ্ধি খেললে কী টি২০ প্রতিযোগিতায় ওপেন করবেন? কারণ, তিনি তো আইপিএলে নিয়মিত ওপেন করেন। আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলনের শেষে বাংলার অধিনায়ক মনোজকে এব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি সরাসরি কোনো জবাব দেননি। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলেছেন, 'আইপিএল আর বাংলা দলের হয়ে খেলা, দুটো বিষয় এক নয়। আমরা এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। তবে অতীতে যাঁরা টি২০ ক্রিকেটে বাংলার হয়ে ওপেন করেছেন, তাঁরা তো খুব খারাপ করেননি। ফলে একটা সিদ্ধান্ত আমাদের নিতেই হবে এবার।' এদিকে, আজ বাংলার নেটে মহম্মদ সামির ভাই মহম্মদ কাইফকে বল হাতে দেখা গেল। তিনি অনেকটা সময় বলও করলেন। অতীতে টিম ইন্ডিয়ার নেটে তাঁকে বল করতে দেখা গিয়েছে।

জানালেন নির্বাচক প্রধান

বিশ্বকাপের জন্য দলবাছাই শেষ

নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্বকাপ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই। তার আগে অবশ্য মিডল অর্ডার ও পেস বিভাগ নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালাচ্ছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। যদিও বিরাট কোহলি–রবি শাস্ত্রীদের সঙ্গে কারা ইংল্যান্ডের বিমানে ওঠার টিকিট পাচ্ছেন, সেটা ঠিক করে ফেলেছেন ভারতীয় নির্বাচকরা। এক সাক্ষাৎকারে ভারতের নির্বাচক প্রধান এমএসকে প্রসাদ বলেছেন, 'বিশ্বকাপে ভারতীয় দল কী হবে সেটা মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি আমরা। মাঝে আইপিএলের মতো কঠিন প্রতিযোগিতায় খেলার সুবাদে আশা রাখি ভালো ছন্দে থেকেই ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারবে সকলে।' নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে মাঝেমধ্যে কেদার যাদব ও আম্বাতি রায়াড়ুদের একটা–দুটো বড়ো ইনিংসের সুবাদে তাদের উপরই ভরসা রাখা হবে কিনা জানতে চাইলে প্রসাদের ইঙ্গিত, 'কয়েকটা স্থান ঘিরে যে চিন্তা ছিল সেগুলো পারফরম্যান্সের সুবাদে দূর করেছে ক্রিকেটাররা।' ঋষভ পন্থ, খলিল আহমেদের মতো তরুণরা বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকবেন কিনা জানতে চাইলে ধন্দ রেখে প্রসাদের সংযোজন, 'বড়ো প্রতিযোগিতা জিততে দলে তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার সঠিক মেলবন্ধনের দরকার হয়। আশা রাখি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেই ভারসাম্যটা বজায় রাখতে পারব আমরা। তরুণরা বুঝতে পেরেছে, সর্বোচ্চ পর্যায়ে তাদের থেকে ঠিক কীরকম পারফরম্যান্সের প্রত্যাশা রাখা হয়।' মাঝে একাধিক তরুণ খেলোয়াড়ের সিনিয়র দলে খেলার প্রসঙ্গে বিরাট–শাস্ত্রী ও রাহুল দ্রাবিড়কে নিয়ে গড়া নতুন কমিটির কথা সামনে আনেন তিনি। প্রসাদ বলেন, 'বিরাট, রবি ও বাকি সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে রাহুল দ্রাবিড়কে জুড়ে একটা সমন্বয় মঞ্চের মতো তৈরি করা হয়েছে। তার ফলেই পৃথ্বী শা, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, হনুমা বিহারি, ঋষভ, বিজয় শংকরের মতো ক্রিকেটারদের এ দল থেকে সিনিয়র দলে উত্তরণে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।' বিশ্বকাপে ভারতের পেস বিভাগ কেমন হতে পারে সেব্যাপারে প্রসাদ জুড়েছেন, 'পাঁচজন দুর্দান্ত পেস বোলার রয়েছে আমাদের হাতে। রিজার্ভে যে পাঁচজন রয়েছে, তারা যে কোনো সময় সিনিয়র দলে খেলার ক্ষমতা রাখে। পাশাপাশি হার্দিকের উপস্থিতি বোলিং ও ব্যাটিং দুই বিভাগেই আমাদের দলকে বাড়তি সাহায্য করবে।' নির্ধারিত ওভারে দুই স্পিনার কুলদীপ যাদব ও যুযবেন্দ্র চাহালের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়। আর ভারতীয় অধিনায়ক বিরাট কোহলি সম্পর্কে প্রসাদের উচ্ছ্বসিত সংযোজন, 'বিরাটের মতো অধিনায়ক পাওয়া ভারতীয় দলের কাছে আশীর্বাদের মতো। কোচ রবি শাস্ত্রীর সঙ্গে ওর ভালো সম্পর্কটা দলের সাফল্যের অন্যতম রসায়ন।'

মিতালিকে বাদ দেওয়া সঠিক ছিল : পাওয়ার

মুম্বই, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ গতবছরে নভেম্বরের পর চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি। প্রায় তিনমাসের মাথায় টি২০ দলে প্রত্যাবর্তন ঘটল মিতালি রাজের। তবে মিতালির ফেরার দিনেই নতুন করে বোমা ফাটালেন ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন কোচ রমেশ পাওয়ার।

টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে প্রথম একাদশ থেকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রকাশ্যে তৎকালীন কোচ পাওয়ারের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছিলেন মিতালি রাজ। যা নিয়ে জল গড়িয়েছিল কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্সের (সিওএ) কাছে। এমনকি এই বিতর্কে নাম জড়িয়েছিল সিওএ–র অন্যতম সদস্য ডায়না এডুলজির। রমেশ পাওয়ারের পরিবর্তে কোচ হিসেবে ডব্লিউভি রমন যোগ দেওয়ার পরও মিতালির টি২০ ভাগ্য সংশয়মুক্ত নয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি টি২০–তে দলের অভিজ্ঞতম তারকাকে খেলানোর প্রয়োজনবোধ করেনি টিম ম্যানেজমেন্ট। মিতালির বাদ পড়ার প্রসঙ্গে হরমনপ্রীত কাউর সাফ জানিয়েছিলেন, ভবিষ্যতের দলগঠনের ভাবনায় বসতে হয়েছে মিতালিকে। এদিন কার্যত হরমনপ্রীতের সুরে সুর মিলিয়ে প্রাক্তন কোচ রমেশ পাওয়ার বলেন, 'মিতালির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো সংঘাত নেই। দলের স্বার্থেই বিশ্বকাপে ওকে বসতে হয়েছিল।' মিতালিকে বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে পাওয়ার আরও বলেন, 'প্রতিটি কোচের নিজস্ব কিছু ভাবনা রয়েছে। আমি নিজেও টি২০ বিশ্বকাপ থেকে ভবিষ্যতের দল গঠনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। কোচ–অধিনায়ক এবং টিম ম্যানেজমেন্টের গৃহীত সিদ্ধান্তকে সকলের মান্যতা দেওয়া উচিত। একটা বিষয় বোঝা দরকার, কেউ চিরকাল খেলা চালিয়ে যেতে পারে না। একটা সময় আসে যখন ভবিষ্যতের কথা ভেবে সরে দাঁড়াতে হয়।' বর্তমান দল যে হরমনপ্রীতের নেতৃত্বে ভবিষ্যতে সাফল্য পাবে সেবিষয়ে নিঃসন্দেহ পাওয়ার। পাশাপাশি, ভারতীয় দল পরিচালনায় তাঁর উত্তরসূরি রমনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত বলেও জানান প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনার। পাওয়ারের মতে, 'রমনকে সময় দেওয়া উচিত।' সময় পেলে এবং নিজের ভাবনার প্রতিফলন দলে মেলে ধরতে পারলে ২০২০ টি২০ বিশ্বকাপে ভারত সাফল্য পাবে বলে মনে করেন শচীন তেন্ডুলকার, অজিত আগরকারদের প্রাক্তন সতীর্থ।

কেউ চিরকাল খেলা চালিয়ে যেতে পারে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে সরে দাঁড়াতে হয়।
–রমেশ পাওয়ার

ছুটি কাটিয়ে অনুশীলনে এনরিকেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি ঃ বসন্ত পঞ্চমীর দিনেই অনুশীলনে নেমে পড়ল আলেহান্দ্রো মেনেন্ডেজ গার্সিয়ার টিম ইস্টবেঙ্গল। শনিবার গোটা দলকে ছুটি দিয়েছিলেন লাল–হলুদের স্প্যানিশ কোচ। সেই ছুটির ফাঁকে স্থানীয় অটোয় চড়ে নিউটাউন ঘুরে বেড়ালেন নেরোকা এফসি ম্যাচের নায়ক এনরিকে এসকুয়েদা। মেক্সিকান স্ট্রাইকারের সেই ভ্রমণ ইতিমধ্যেই ভাইরাল। অন্যদিকে, ছুটির ফাঁকে নিউ মার্কেটে কেনাকাটায় হাজির হয়েছিলেন আলেহান্দ্রোর সহকারী মারিও রিভেইরো। সঙ্গী তাঁর স্পেন থেকে আগত স্ত্রী। সেই ছুটির আমেজ কাটিয়েই পুরোদমে মাঠে নেমে পড়লেন এনরিকে, জবি জাস্টিনরা।

নেরোকার বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও দুরন্ত জয় বদলে দিয়েছে গোটা শিবিরের আবহটাই। আই লিগে এখনও বাকি ছয়টি ম্যাচ। তার আগেই লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের গন্ধ পেতে শুরু করেছেন আলেহান্দ্রোর ছেলেরা। মাত্রাতিরিক্ত তুষারপাতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রিয়াল কাশ্মীর ম্যাচ বাতিল করেছেন ফেডারেশন কর্তারা। যার ফলে পরের ম্যাচের আগে হাতে বেশ কিছুটা সময় পেয়ে যাওয়ায় স্বস্তিতে ইস্টবেঙ্গল। তবে ১৪ ফেব্রুয়ারি লিগ টেবিলের লাস্টবয় শিলং লাজং এফসি–র বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে মশাল বাহিনীর। যে ম্যাচ নিয়ে বেশ সতর্ক ইস্টবেঙ্গল কোচ। শেষ ম্যাচে গোয়ায় চার্চিল ব্রাদার্সকে হারিয়ে উইলিশ প্লাজাদের লিগ জয়ের দৌড় থেকে ছিটকে দিয়েছেন লাজংয়ের তরুণ ফুটবলাররা। ফলে তাঁদের হালকাভাবে নিলে যে লাজং কাঁটায় রক্তাক্ত হবে লিগ জয়ের স্বপ্ন, তা ভালোই বুঝছেন অভিজ্ঞ স্প্যানিয়ার্ড। তাই এখন থেকেই লাজং বধের পরিকল্পনায় চোখ আলেহান্দ্রোর। আই লিগের শেষ পর্যায়ে এসে যাতে তরি না ডোবে তাই ফুটবলারদের নিজেদের খেলায় মনঃসংযোগ করতে বলেছেন তিনি। সেইসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলাতেও নিষেধাজ্ঞা বজায় রেখেছেন লাল–হলুদ প্রশিক্ষক।

এদিকে, ১০ ফেব্রুয়ারির বাতিল রিয়াল কাশ্মীর–ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ আয়োজন নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করল এআইএফএফ। আই লিগের শেষ সপ্তাহে স্থগিত এই ম্যাচ আয়োজন করতে চায় ফেডারেশন। তার আগে দু–দলের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসবে এআইএফএফ। আই লিগ সিইও সুনন্দ ধর জানান, আই লিগের শেষ রাউন্ডের আগেই রিয়াল কাশ্মীর বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ আয়োজন করা হবে।